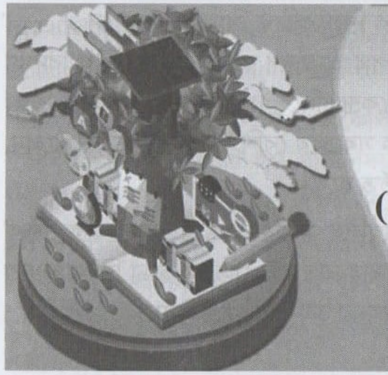

1

পাঠক্রমের ধারণা
(Concept of Curriculum)

1.1 পাঠক্রমের অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ (Meaning, Characteristics and Types of Curriculum)

1.1.1 ভূমিকা (Introduction)

পাঠক্রম শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Curriculum—an important factor of education): আধুনিক মত অনুযায়ী শিক্ষা একটি জটিল, পরিবর্তনশীল, উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া (Education is a complex, purposive and dynamic process)। প্রক্রিয়াটিকে জটিল বলা হয়, তার কারণ, কতকগুলি মৌলিক উপাদানের (Basic factors) পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Interactions) ফল হিসেবে শিক্ষা নামক প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য এগিয়ে চলে। অর্থাৎ, শিক্ষা প্রক্রিয়া স্থিতিশীল (Static) নয়। শিক্ষা গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process) এবং শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Aim) থাকে।

আমরা আগেই জেনেছি যে শিক্ষার উপাদানগুলি হচ্ছে—শিক্ষার্থী বা শিশু (Pupil or child), শিক্ষক (Teacher), পাঠক্রম (Curriculum) এবং শিক্ষা পরিবেশ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এককথায় বিদ্যালয় (Educational environment or educational institution or school)।

শিক্ষা বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে আমাদের আলোচনা করতে হয় শিক্ষার স্বরূপ, পরিধি, শিক্ষার ভিত্তি, শিক্ষা-বিষয়ক ভাবধারা ও তার বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি। এরপরই আলোচনা করতে হয় শিক্ষা কোন্ কোন্ উপাদানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল, আমরা কাকে শেখাব এবং কী শেখাব। 'কাকে' বলতে 'শিশুকে' বা 'শিক্ষার্থীকে' শেখাব এবং 'কী' অর্থাৎ, 'শিক্ষণীয় বিষয়' বা 'পঠিতব্য বিষয়' বলতে 'পাঠক্রম'-এর প্রশ্নটি সরাসরি সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রুশো *(Rousseau)*-কে বলা হয় 'আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক' (Father of modern child-centric education)। তাঁর পথ অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ 'শিশু' (Child)-কে শিক্ষা প্রক্রিয়ার একেবারে কেন্দ্রভূমিতে রাখতে চান। আধুনিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তাঁরা তাই শিশুর চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁরা বলেন, শিশুকে কেন্দ্র করেই অন্য উপাদানগুলি আবর্তিত হবে।

তবে এ কথা ঠিক যে অন্যান্য উপাদানগুলির সক্রিয়তা ছাড়া কেবলমাত্র 'শিশু' থাকলেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে একথা ভাবা যায় না। তাই পাঠক্রম ছাড়া শিক্ষা প্রক্রিয়া এক অবাস্তব কল্পনা। তাই 'পাঠক্রম' শিক্ষাবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

1.1.2 সংজ্ঞা (Definitions)

Oliva (1997) অনুযায়ী আমরা বলতে পারি পাঠক্রম হল—

- বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় (That which is tought in schools)।
- কতকগুলি বিষয়বস্তুর সমষ্টি (A set of subjects)।
- নির্দিষ্ট পাঠ (Content)।
- পাঠসমূহের সূচি (A programme of studies)।
- কতকগুলি উপকরণের সমষ্টি (A set of materials)।
- কতকগুলি পাঠের পারম্পর্য শ্রেণি (A sequence of courses)।
- সম্পাদনী লক্ষ্যসমূহের সমবায় (A set of performance objectives)
- শ্রেণিবহির্ভূত কাজ, নির্দেশনা এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক সহ বিদ্যালয়ে সংগঠিত যে-কোনো বিষয় (Everything that goes on within the school, including extra-class activities, guidance, and interpersonal relationships)।
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিকল্পিত যে-কোনো বিষয় (Everything that is planned by school personnel)।
- বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সকল রকম অভিজ্ঞতার ক্রম (A series of experiences undergone by learners in a school)।
- বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফলে একজন শিক্ষার্থী যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেগুলি (That which an individual learner experiences as a result of schooling)।

1.1.3 পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum)

শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বাংলা 'পাঠক্রম' শব্দটি ইংরেজি 'কারিকুলাম' (Curriculum) শব্দটির সমার্থক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) অনুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইংরেজি Curriculum শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'কুরিয়র' (Currere) থেকে যার অর্থ হল 'দৌড়' (Run of Race)। ইংরেজি কারিকুলাম (Curriculum) শব্দটির তাই অর্থ হল, 'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ' (A course which a person runs to reach a goal)।

এই 'দৌড়ের পথ'-এর শেষ কোথায়? শিক্ষার লক্ষ্য (Purpose/goal)-এ পৌঁছে। আর পথটি কী? পথটি হল পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন (Subject-centred contents)। নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে (Through the instructional and educative programme) শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করেন। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এই রকম বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টিকেই ইংরেজিতে 'Curriculum' এবং বাংলা প্রতিশব্দে 'পাঠক্রম' বলে চিহ্নিত করা হয়।

কানিংহাম *(Cunninghum)* বলেছেন, "পাঠক্রম হচ্ছে নিজস্ব স্টুডিয়ো (বিদ্যালয় পরিবেশ)-তে নিজস্ব আদর্শ (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) অনুযায়ী শিল্পী (শিক্ষক)-র অধীন বিষয় (ছাত্র)-কে গড়ে তোলার যন্ত্র।" ["Curriculum is a tool in the hands of the artist (teacher) to mould his material (pupils) according to his ideas (aims and'objectives) in his studio (school)"]। এখানেও পাঠক্রম বলতে প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় গৃহীত শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়েছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে পাঠক্রম বা Curriculum-কে বলা হয়েছে 'A course of study laid down for the students of a University or schools, or in a wider sense, for schools of certain standard'। অর্থাৎ, পাঠক্রম হল একটা শিক্ষাক্রম বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (A course of study) যা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা কোনো নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করে। পাঠক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা এখনও প্রথাবদ্ধ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge) ও দক্ষতা (Skill) অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যসূচি (Syllabus) এইসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে, যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং শংসাপত্র (Certificate) অর্জনে সমর্থ হয়।

এই ধারণায় 'পাঠক্রম' (Curriculum) এবং 'পাঠ্যসূচি' (Syllabus) এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে এ কথা স্বীকার করা হয়নি। এইখানেই বিভ্রান্তি।

[A] আধুনিক ধারণা (Modern Concept)

শিক্ষার আধুনিক ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে। শিক্ষা এখন স্থিতিশীল বিষয় নয়, অপরিবর্তনীয় পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র নয়। শিক্ষা এখন গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process)। এর লক্ষ্যও

গতিশীল। এই পরিবর্তনশীল লক্ষ্য অর্জন করতে শিক্ষার্থীকেও বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এখন 'শিক্ষা' ও 'জীবন'কে সমার্থক বলে মনে করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতি' (Preparation for living)। শিক্ষার্থী কার্যকরী জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে তখনই যখন তার ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব হবে। সুষম বিকাশ বলতে আমরা শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক ইত্যাদি সব রকম বিকাশকে বুঝিয়ে থাকি। যে সমস্ত বিষয় ও কর্মসূচি শিক্ষার্থীর উপরোক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে উপযোগী, সেগুলিকে নিয়েই গঠিত হয় আধুনিক পাঠক্রম।

আধুনিক পাঠক্রম তাই বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা যা কিছু শেখে তাই পাঠক্রমের অন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **পেইনি *(Payne)***-র উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন, "শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আচরণগত পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যালয় যে কর্মসূচি নির্বাচন করে এবং সচেতনভাবে সংগঠিত করে তাদের সমন্বয়ই হল পাঠক্রম" ("Curriculum consists of all the situations that the schools may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them")।

পার্সি নান্ *(Percy Nunn)*-ও বলেছেন শিক্ষার বিষয়বস্তু ও জীবন অভিন্ন। পাঠক্রমের মধ্যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া চাই। প্রয়োগবাদী আমেরিকান শিক্ষাবিদ **জন ডিউই *(John Dewey)*** একইভাবে পাঠক্রমের এই আধুনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। পাঠক্রমের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) যা মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliar Commission) নামে খ্যাত মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক সর্বোত্তম চিন্তায় বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্য বিষয়গুলিকেই শুধুমাত্র পাঠক্রম বলা যায় না। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, কর্মশালা ও খেলার মাঠে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ও স্বাভাবিক যোগসূত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারই সমন্বয় হল পাঠক্রম" ("According to modern educational thoughts, curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school—in the classroom, library, laboratory, workshop, play-ground and in the numerous informal contacts between teachers and pupils")।

John Kerr বললেন—পাঠক্রম হল বিদ্যালয় দ্বারা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত সকল ধরনের শিখন। এই শিখন দলবদ্ধভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে, বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে পরিচালিত হতে পারে (All the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside or outside the school)। এখানে 'learning is planned or guided' কথাটি খুব প্রণিধানযোগ্য কারণ পাঠক্রম রচয়িতাকে আগে থেকেই ঠিক করতে হবে তিনি এর দ্বারা কী চান এবং কীভাবেই বা অগ্রসর হবেন। এটিই হল পাঠক্রম পরিকল্পনা ও নকশাকরণে (Curriculum planning and desighning) আসল কাজ।

আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদ পাঠক্রমের এই ধারণাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও শিক্ষার্থী অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেগুলি বিদ্যালয়ে অথবা বিদ্যালয়ের বাইরেও হতে পারে। সেইসব অভিজ্ঞতা তাদের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের সহায়ক। শিক্ষার্থীর বিকাশ সহায়ক এইসব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল আধুনিক পাঠক্রম। **ক্রো এবং ক্রো *(Crow* and *Crow)*** তাই বলেছেন "Curriculum includes all the learners' experiences, in or outside school that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally."

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত এবং আধুনিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়—"ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরের নির্বাচিত, সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতাসমূহের এক সার্থক সমন্বয় হল পাঠক্রম।" ("Curriculum is an organised and integrated pattern of experiences in or outside the school, necessary for all round development of the individual")।

আধুনিক পাঠক্রমের এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, এই পাঠক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। "আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়কে স্পর্শ করে। এই বিষয়গুলি হচ্ছে—শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ, শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণোপযোগী পরিবেশ, শিক্ষার্থীর আগ্রহোদ্দীপক বিভিন্ন উপায়সমূহ, শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখনের জন্য পন্থা প্রকরণ, ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতা অর্জন এবং বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়সমূহ।" ("Modern Curriculum touches all aspects of the life of the pupils—the needs and interests of pupils, environment which should be educationally congenial to them, ways and manners in which their interests can be kindled and warmed up, the procedures and approaches which cause effective learning among them, the social efficiency of the individuals and how they fit in with the community around")।

1.1.4 গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Traditional Curriculum)

1. **সংকীর্ণ ধারণার ভিত্তিতে গঠিত (Narrowly conceived):** গতানুগতিক পাঠক্রম সংকীর্ণ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে গঠিত। এখানে তত্ত্বমূলক কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের জন্য তৈরি হয়। জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন এই পাঠক্রম। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে কোনো সাহায্য করতে পারে না।
2. **পুস্তকনির্ভর এবং যান্ত্রিক (Bookish and mechanical):** চিরাচরিত পাঠক্রম পুস্তকনির্ভর এবং যান্ত্রিক। ব্যাবহারিক বিষয়ের উপর কম জোর দেয়। তাত্ত্বিক বিষয়গুলি খণ্ড খণ্ড এবং বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ এবং মনোবিজ্ঞাননির্ভর নয়।
3. **অপরিবর্তনীয় এবং দৃঢ় (Uniform and rigid):** চিরাচরিত পাঠক্রম অপরিবর্তনীয়, দৃঢ় এবং স্থিতিশীল। চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রবণতা বিভিন্ন হলেও শিক্ষার্থীদের সবাইকে একই বিষয় গতানুগতিকভাবে পড়তে হয়।
4. **ভারী ও বোঝাস্বরূপ (Heavy and overloaded):** বিদ্যালয় পাঠক্রমে বহুবিধ বিষয়ের ভিড়। নির্দিষ্ট সময়ে বহুবিধ বিষয় শিশুকে চিরাচরিত প্রথায় যেন গলাধঃকরণ করতে হয়।
5. **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত (Examination dominated):** চিরাচরিত পাঠক্রম রচনায় বিষয়গুলি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে তৈরি করা হয়। জ্ঞানার্জন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এটা অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। পরীক্ষাও সব সময় নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং নৈর্ব্যক্তিক ধরনের হয় না।
6. **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় বর্জিত (Exclusion of technical and vocational subjects):** চিরাচরিত পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের দেশের শিল্পমূলক এবং অর্থনৈতিক বিকাশে পাঠক্রম সাহায্য করে না।
7. **অমনোবৈজ্ঞানিক (Unpsychological):** গতানুগতিক পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। এই পাঠক্রম শিশুকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক নয়। এটি বিকাশমান নয় এবং বর্তমান বিজ্ঞান ও কারিগরির অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
8. **সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অবহেলিত (Cultural heritage neglected):** গতানুগতিক পাঠক্রমে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়নি। ভারতের লোকসাহিত্য, গল্পকথা, ধর্ম, সংগীত, নীতিকথা, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ খুব কমই স্থান পেয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে।

1.1.5 গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Discussion of Traditional Curriculum and Modern Curriculum)

গতানুগতিক ও আধুনিক পাঠক্রম সম্পর্কে উপরিলিখিত সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উভয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের মধ্যে তুলনা

গতানুগতিক পাঠক্রম	আধুনিক পাঠক্রম
(i) জ্ঞান সঞ্চয় অর্থে শিক্ষার নীতি এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদকে ভিত্তি করে এই পাঠক্রম রচিত।	(i) আধুনিক পাঠক্রম মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
(ii) এখানে শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। এই পাঠক্রম সক্রিয়তার নীতি বর্জিত।	(ii) সক্রিয়তার নীতির ভিত্তিতে এই পাঠক্রম রচিত।
(iii) জ্ঞান এখানে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। যার ফলে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিষয়রূপে বিবেচিত হয়।	(iii) এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে তুলে না ধরে পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হয়।
(iv) পাঠক্রমে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলি কতকগুলি তত্ত্ব সরবরাহ করে এবং কেবলমাত্র বুদ্ধির বিকাশে এবং আত্মসত্তার বিকাশে সহায়ক।	(iv) এখানে অভিজ্ঞতাগুলি তত্ত্ব সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ সাফল্য ঘটাতে সাহায্য করে এবং সার্বিক বিকাশে সহায়ক।
(v) পাঠক্রমে জীবনের ব্যাবহারিক দিক উপেক্ষিত। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।	(v) পাঠক্রম জীবনধর্মী, গতিশীল এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে যুক্ত।
(vi) গতানুগতিক পাঠক্রম গতিহীন অনড়, দীর্ঘস্থায়ী।	(vi) আধুনিক পাঠক্রম, গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়।
(vii) পাঠক্রমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতাগুলি কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব।	(vii) শ্রেণি ও শ্রেণি-বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এই পাঠক্রম রচিত (A curriculum should be an integration of within class and out of class experience)।
(viii) এককথায় বলা যায় যে, শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণাকে ভিত্তি করে গতানুগতিক পাঠক্রম রচিত।	(viii) আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রচিত।

1.1.6 পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Curriculum)

আধুনিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

1. **মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত (Based on psychological principles):** আধুনিক পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, ইচ্ছা, আগ্রহ, ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষা অভিজ্ঞতাগুলি নির্বাচনে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বিষয় বিন্যাসে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক নীতি।
2. **স্বতঃশ্চল নয়, নির্বাচনধর্মী (Not automatic but selective):** শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও এটি স্বতঃশ্চল (Automatic) নয়। এটি পরিবেশ, পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারক ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত এবং সংগঠিত হয়। তাই এই পাঠক্রম নির্বাচনধর্মী (Selective)।
3. **কর্ম অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Curriculum—an aggregate of activities and experiences):** আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী শিশু যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে কর্মঅভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। কর্মঅভিজ্ঞতার সমন্বয়েই শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ হয় তথা জ্ঞান, দক্ষতা, নীতিবোধ ও সমাজ-চেতনা গড়ে ওঠে। তাই বলা যায় "পাঠক্রম কর্মঅভিজ্ঞতার সমন্বয়" ("curriculum is an aggregate of activities and experiences")।
4. **ব্যাবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন (Having practical utility):** পাঠক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছোনোর উপায় (means to achieve the purpose of education)। পাঠক্রমের সাহায্যে শিক্ষা নামক জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করা যায়। তাই এর তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক দিককেও উপেক্ষা করা চলবে না। আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। চিন্তার আদানপ্রদানের সুযোগ দেওয়া ও তত্ত্ব সরবরাহ ছাড়াও তার প্রয়োগ সাফল্য ঘটাবে। তাই আদর্শ আধুনিক পাঠক্রম জীবন-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সমস্যাসমাধানে সহায়তা করবে।
5. **ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিকাশে সহায়ক (For development, both individual and social):** আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসত্তা বিকাশের উপরও যথাযথ গুরুত্ব দেয়। পাঠক্রমে সেই ধরনের অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটানো হয় যাতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, বিচার, পর্যবেক্ষণ, কল্পনা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী সামাজিক অভিযোজনেও উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।
6. **শ্রেণি ও শ্রেণি-বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Integration of within-class and out of class experiences):** আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে জীবনধর্মী অভিজ্ঞতা সরবরাহ করার চেষ্টা করে। এসব অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র বিদ্যালয় পরিবেশে দেওয়া সম্ভব নয় অথবা শ্রেণিকক্ষই অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র কেন্দ্র নয়। এর জন্য বাস্তব জীবন পরিবেশেরও প্রয়োজন আছে। আধুনিক পাঠক্রমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতাগুলি শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে উভয় পরিবেশ থেকেই অর্জন করতে হয় (A curriculum should be an integration of within-class and out of class experiences)।
7. **গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল (Dynamic and variable):** শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process)। এর সঙ্গে সংহতি রেখে আধুনিক পাঠক্রম তাই গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়।
8. **বিন্যস্ত তথা সুসংগঠিত (Well organised):** ব্যক্তির সার্বিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করতে একটি আদর্শ আধুনিক পাঠক্রমে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, চারিত্রিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, সামাজিক অভিযোজনে সহায়ক অভিজ্ঞতা, জীবিকা অর্জন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই অভিজ্ঞতাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে না ধরে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস করা হয়। তাই আধুনিক পাঠক্রম সুসংগঠিত (Well organised)।

1.1.7 পাঠক্রমের শ্রেণিকরণ (Types of Curriculum)

পাঠক্রমের প্রধানত দুটি ভাগ (Mainly Two Types of Curriculum)

A. লুক্কায়িত বা অব্যক্ত পাঠক্রম (Hidden Curriculum)
B. ব্যক্ত বা লিখিত পাঠক্রম (Written Curriculum)

এই লিখিত পাঠক্রমের মধ্যে আবার আছে,—(i) বিষয়ভিত্তিক, (ii) কর্মকেন্দ্রিক, (iii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক, (iv) কেন্দ্রীয়, (v) অবিচ্ছিন্ন ও (vi) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

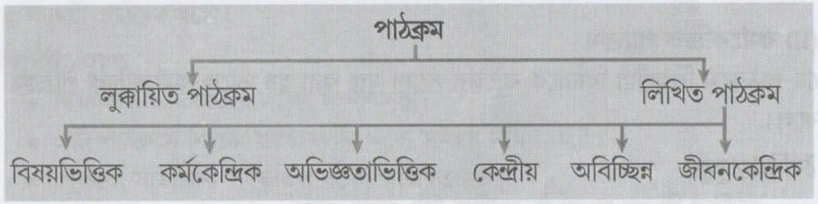

A. লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden Curriculum)

বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা কিছু বিষয় শেখে বা অভিজ্ঞতা লাভ করে যা পাঠক্রমে লিখিত অবস্থায় থাকে না। শিক্ষালয়ের বিভিন্ন পরিবেশে কেমন করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাপ খাওয়াবে এবং সেই অনুসারে কেমন মানসিকতা, মূল্যবোধ গড়ে তুলবে, কোন্ সামাজিক গুণগুলি আয়ত্ত করবে—এই উপকরণগুলিই অব্যক্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই

বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

- এই পাঠক্রমে শিশুর চাহিদা পূরণ হবে।
- শিক্ষার্থীর সামাজিক চাহিদাও পূর্ণ হবে।
- শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক বিকাশ হবে।
- শিক্ষার্থী তার জীবিকা অর্জনের উপযোগী রসদ এখান থেকে পাবে।

1.1.8 আধুনিককালে পাঠক্রমের পরিচিত শ্রেণিবিভাগ (Popular Types of Curriculum in Modern Days)

Wilson, (1990) পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন—Curriculum is :

Anything and everything that teaches a lesson, planned or otherwise. Humans are born learning, thus the learned curriculum actually encompasses a combination of all the below–the hidden, null, written, political and societal etc... Since students learn all the time through exposure and modeled behaviours, this means that they learn important social and emotional lessons from everyone who inhabits a school... from the janitorial staff, the secretary, the cafeteria workers', their peers, as well as from the department, conduct and attitudes expressed and modeled by their teachers. Many educators are unaware of the strong lessons imparted to youth by these everyday contacts.

(পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত যা কিছু মানুষকে শিক্ষা দেয় তাই পাঠক্রম। মানুষ জন্ম থেকেই শেখে। সেজন্য পাঠক্রম লুক্কায়িত, বাতিল (null), লিখিত, সমাজগঠিত, রাজনৈতিক সব রকমই হতে পারে। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকেই সামাজিক ও আবেগমূলক পাঠগ্রহণ করে। এদের মধ্যে যেমন অফিস কর্মচারী, প্রহরী, ক্যান্টিন কর্মী আছে তেমনই আছে বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের আচরণ থেকেও তারা অনেক পাঠ রপ্ত করে।)

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি ও মাধ্যমের বিভিন্নতা অনুযায়ী বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ তাই পাঠক্রমের নিম্নরূপ শ্রেণিকরণের কথা বলেছেন।—

1. **ব্যক্ত, অবিভক্ত, লিখিত পাঠক্রম (Overt, Explicit or Written curriculum):** বিদ্যালয় অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রথাবদ্ধ নির্দেশনার লিখিত রূপ হল এই পাঠক্রম। এগুলি প্রশাসক, পাঠক্রম পরিচালক এবং শিক্ষকগণ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত এবং পর্যালোচিত হয়।
2. **সমাজ সংগঠিত পাঠক্রম (Societal Curriculum):** ***Cortes*** (1981) এই পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—Societal curricula as: [the] massive, ongoing, informal curriculum of family, pee groups, neighbourhoods, churches, organisations, occupations, mass media and other socializing forces that "educate" all of us through out our lives. (এই পাঠক্রমের দ্বারা বিভিন্ন সমাজ সংগঠন বা শক্তি সতত ক্রিয়াশীল হয়ে অপ্রথাগতভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের শিক্ষিত করে তোলে।)

3. **অব্যক্ত পাঠক্রম বা লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden or Covert Curriculum):** এই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু লিখিত নয়। আগেই বলা হয়েছে আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা, বাধ্যতা, শিক্ষার প্রতি সদর্থক মনোভাব প্রভৃতি যা কিছু শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে পাঠপরিক্রমায় শিক্ষক/প্রশাসকের আচরণ ধারার মাধ্যমে শেখে তাই এই পাঠক্রমের বিষয়।
4. **বাতিল পাঠক্রম (Null Curriculum):** প্রথাগত পাঠক্রম আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে নির্বাচিত বিষয়সমূহের এক সমন্বিত রূপ। এই নির্বাচন কালে অনেক বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর কাছে এই বার্তা দিই, যে অংশ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল না তা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক নয়। এই অংশটিই বাতিল পাঠক্রম (Null Curriculum) বলে চিহ্নিত। ***Eisner*** (1985, 1994) প্রথম এই 'Null Curriculum'-এর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, "The null curriculum is simply that which is not taught in schools." কোথাও কোথাও যে ভাবেই হোক কিছু ব্যক্তির উপর সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় লিখিত পাঠক্রমে কী থাকবে এবং কী বাদ যাবে।
5. **ছদ্ম পাঠক্রম (Phantom Curriculum):** বিভিন্ন মাধ্যম (Media) দ্বারা প্রকাশিত বা প্রচারিত প্রাসঙ্গিক তথ্যসম্ভার এই পাঠক্রমের বিষয়।
6. **সহগামী আনুষঙ্গিক পাঠক্রম (Concomitant Curriculum):** যা কিছু পরিবার থেকে শিশু শেখে বা যেসব অভিজ্ঞতা পরিবার থেকে প্রাপ্ত বা অনুমোদিত সেগুলি নিয়ে গঠিত হয় এই পাঠক্রম। এই ধরনের পাঠক্রম ধর্মীয় সংগঠনের থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই পাঠক্রম মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শের কথা তুলে ধরে এবং পরিবারের অনুমোদিত হতে পারে।
7. **বাগাড়ম্বরযুক্ত পাঠক্রম (Rhetorical Curriculum):** এই পাঠক্রম নীতিনির্ধারক, বিদ্যালয় প্রশাসক, রাজনীতিকদের ধারণা উদ্ভূত। ধারণাগঠন (Concept formation) এবং বিষয় নির্ধারণ ও পরিবর্তনে (Content changes)-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা থেকেও এর উদ্ভব হতে পারে। সাম্প্রতিক শিক্ষামূলক প্রকাশিত তথ্য ও জ্ঞান (Publicized works offering updates in pedagogical knowledge) থেকেও এই পাঠক্রম গঠিত হতে পারে।
8. **ব্যবহৃত পাঠক্রম (Curriculum-in-use):** প্রথাগত পাঠক্রম কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারণা ও বিষয়সূচিতে সম্বন্ধ হয়ে সংগঠিত

ও প্রকাশিত হয়। যাইহোক সমস্ত 'প্রথাগত' (Formal) অন্তর্ভুক্ত বিষয় সবসময় সব বছরে একইভাবে পড়ানো বা চর্চা করা হয় না। ব্যবহৃত পাঠক্রম (Curriculum-in-use) হল সমগ্র পাঠক্রমের নির্দিষ্ট অংশ যা প্রতিটি শিক্ষক দ্বারা ব্যবহৃত ও পরিবেশিত হয়।

9. **গ্রহণযোগ্য পাঠক্রম (Received Curriculum):** পাঠক্রমে উপস্থাপিত অভিজ্ঞতা, ধারণা, পদ্ধতি, বিষয় শিক্ষার্থী সবসময় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা আত্তীকরণ করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা যে সকল জ্ঞান, মূল্যবোধ, কৌশল, সংস্কৃতি সহজে নিতে পারে এবং নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করে তাকেই বলে গৃহীত পাঠক্রম (Received Curriculum)।

10. **আন্তর বা অভ্যন্তরীণ পাঠক্রম (The Internal Curriculum) :** প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব কতকগুলি প্রক্রিয়া, বিষয় (উপাদান), জ্ঞান নিয়ে এই পাঠক্রম গঠিত হয় যা শিক্ষার্থীর নতুন অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা সমন্বিত হয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। শিক্ষাবিদগণের এই পাঠক্রম সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয়। তবে তাঁদের এই পাঠক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ খুব কম। কারণ এই পাঠক্রমের বিষয়গুলি প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিষয়।

11. **ইলেকট্রনিক পাঠক্রম (The Electronic Curriculum):** ***Wilson*** (2004) বলছেন ইন্টারনেটে সন্ধানের মাধ্যমে অথবা e-forms communication-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যরাজি নিয়ে গঠিত হয় এই e-পাঠক্রম। এই পাঠক্রম প্রথাগত বা অপ্রথাগত উভয়ই হতে পারে। net প্রাপ্ত সংবাদ বিনোদনমূলক হতে পারে আবার শিক্ষা এবং গবেষণা কাজেও লাগতে পারে। সংবাদ ভুল হতে পারে, ঠিক হতে পারে, বিকৃত তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারে, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ বা বিস্তৃত করার কাজেও লাগতে পারে। যার যেমন চাহিদা সেরকম হতে পারে। সেজন্য জ্ঞান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে গেলে শিক্ষার্থীকে net ব্যবহারে সতর্ক এবং দক্ষ হতে হবে। তবেই এটি সঠিক কাজে লাগবে।

যেভাবেই পাঠক্রমের শ্রেণিবিভাগ করা হোক না কেন প্রতিটি শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—

1. প্রতিটি পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত প্রথাবদ্ধ পাঠচর্চার বিষয় (A formalized course of study designed for learners)।
2. শিখন সাফল্য নির্ধারণে সচেতন পরিকল্পনা উদ্ভূত (Conscious planning that attempts to determine learning outcomes)।
3. শিখন ত্বরান্বিতকরণে নির্দিষ্ট গঠনযুক্ত (Some form of structure to facilitate learning)।

1.2 পাঠক্রমের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Curriculum)

1.2.1 পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Curriculum)

- কতকগুলি লক্ষ্যপূরণের জন্য পাঠক্রম হল শিক্ষক ব্যবহৃত যন্ত্র বা উপকরণ (Tool)।
- পাঠক্রম ব্যক্তি ও নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যপূরণের চেষ্টার মাধ্যমে দেশের জাতীয় লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হয়।
- পাঠক্রম হল একটি শীর্ষবিন্দু (Pivot) যার চারদিকে মানুষের জ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয়।
- পাঠক্রমে সেই সব কাজ অন্তর্ভুক্ত হয় যার শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যালয়ে চর্চা চলে।
- কাজের নিরিখে শিক্ষার্থীর চারপাশে যা কিছু তাকে ঘিরে থাকে সেই সব নিয়েই পাঠক্রম তৈরি হয়।
- গতিশীল পরিবেশে (জাগতিক, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক)-র সব কিছুই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু।
- বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সকল শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টি হল পাঠক্রম।
- বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষার্থী দ্বারা প্রাপ্ত সকল অভিজ্ঞতাসমূহ দ্বারা পাঠক্রম পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়।
- শিক্ষার বিষয়বস্তু (Content), শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of teaching) এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of education) সব কিছুই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- লক্ষ্য উদ্দিষ্ট কতকগুলি কাজ নিয়ে সংগঠিত কর্মসূচি হল পাঠক্রম।
- পাঠক্রম হল পরিকল্পিত শিখন।
- পাঠক্রম শিক্ষামূলক পরিকল্পনা।
- পাঠক্রম হল শৃঙ্খলা বা চিন্তার পন্থা।
- পাঠক্রম জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়া।
- পাঠক্রম সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার করে এবং প্রতিফলন ঘটায়।

1.2.2 পাঠক্রমের পরিধি (Scope of Curriculum)

পাঠক্রমের পরিধি বিস্তৃত ও সর্বব্যাপক (Comprehensive)। এটি শিক্ষার্থীর জীবনের যে সকল দিককে স্পর্শ করে তা হল—

- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ।
- শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।
- উপায় ও পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্ভব এবং যা শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখন সম্ভব করে তোলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা বাড়িয়ে তুলে তাকে সমাজের সঙ্গে সংগতি বিধান করতে শেখায়।

- পাঠক্রম সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে দেখে এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।
- পাঠক্রম শিক্ষায় দর্শনের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
- কতকগুলি মূল্যবোধ অর্জনের কথা বলে, কতকগুলি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে ধাবিত হয়, শিশুর সার্বিক বিকাশে জোর দেয় এবং তার সার্বিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।

শিক্ষার পরিধিকে নীচে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে দেখানো যায়।

1. **শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জন (Realization of Education objectives):** শিক্ষার সংগঠন পাঠক্রমের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সেজন্য পাঠক্রম নির্মাণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার কতকগুলি লক্ষ্য অর্জন করা।
2. **সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহার (Proper use of time and energy):** পাঠক্রম শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে শিখন ও শিক্ষণের জন্য সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহারে নির্দেশনা দেয়।
3. **জ্ঞান অর্জন (Acquisition of Knowledge):** পাঠক্রম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
4. **বিষয়সমূহের গঠন নির্ধারণ (Determining the structure of the content):** প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় (Content) দ্বারা নির্মিত হয়।
5. **ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of personality):** পাঠক্রমে এমন বিষয়সমূহের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে যা শিক্ষার্থীর শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে পারে।
6. **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন (Preparation of Text books):** বয়ঃস্তর ও শিক্ষাস্তর অনুযায়ী উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পাঠক্রম পরিকল্পনার অঙ্গ।
7. **পরীক্ষা পরিচালনা (Conducting Examinations):** আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য পাঠক্রমকে হতে হবে শিক্ষণ, শিখন এবং পরীক্ষণের ভিত্তি।
8. **শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির সঠিক সংগঠন (Organising Teaching Learning situations):** পাঠক্রম সঞ্চালনের জন্য শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির সঠিক সংগঠন প্রয়োজন।
9. **নির্দেশদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision about Instructional methods):** পাঠক্রম অনুযায়ী নির্দেশদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

10. **জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাবের বিকাশ (Development of Knowledge, skill and attitude):** পাঠক্রমের প্রকৃতি জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব এবং সৃজনশীলতার বিকাশের ভিত্তি তৈরি করে এবং নেতৃত্বদানের গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে।

1.3 পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব (Necessities of Curriculum)

মানুষের জীবনে বহু কারণে এবং বহু ক্ষেত্রে পাঠক্রমের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন এবং সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

1. অন্যান্য প্রাণী যা পারে না মানুষ তা পারে। সেটা হল তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং এটি পারে একটি সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে।
2. পাঠক্রম সমস্ত শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং শারীরিক বিকাশ ঘটাতে পারে।
3. পাঠক্রমের একটি নির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য আছে এবং সে কারণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি চাহিদা এবং নাগরিক লক্ষ্যপূরণে এটি সচেষ্ট।
4. পাঠক্রম সকলের প্রত্যাশা বাড়ায় এবং আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি ঘটায়।
5. পাঠক্রম মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।
6. শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কিত সাফল্যকে চিহ্নিত করতে পারে।
7. শিক্ষার্থীর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।
8. পাঠক্রম বিশ্বের, জাতির এবং স্থানীয় ও ব্যক্তিগত মাত্রা (Dimensions)-র অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
9. পাঠক্রম সাম্প্রতিক প্রযুক্তির ব্যবহার শেখায় এবং প্রতিফলন ঘটায়।
10. প্রগতির পথের মূল্যায়নে (for evaluating the path of progress)-র জন্য পাঠক্রম সঠিক প্রতিসংকেত (Feedback) দান করে।
11. আত্ম উপলব্ধি বিকাশের মাধ্যমে পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
12. পাঠক্রম অন্যকে প্রশংসা করা এবং সুবিচারকরণে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলে।
13. ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক জীবিকা নির্বাহের জন্য পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলে।
14. পাঠক্রম শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানোতে সাহায্য করে।
15. পাঠক্রম সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

NARAYAN SHIKSHA SANSTHAN ESTD.-2013 3918

1.4 পাঠক্রম রচনা/গঠনের নীতিসমূহ (Principles of Framing Curriculum)

শিক্ষার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পাঠক্রমের উপর। তাই আধুনিককালে শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠক্রম রচনার কাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাঠক্রম রচনার মূল নীতিগুলি ছকের আকারে নীচে দেওয়া হল—

পাঠক্রম রচনার নীতিসমূহ

বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নীতি	বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতি	ক্রিয়াগত নীতি
• উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতার নীতি • শিশুকেন্দ্রিকতার নীতি • সমাজকেন্দ্রিকতার নীতি • সংরক্ষণের নীতি • সৃজনশীলতার নীতি • অগ্রমুখীনতার নীতি • অখণ্ডতার ও অবিভাজ্যতার নীতি	• সমন্বয়ের নীতি • ক্রমবিন্যাসের নীতি	• কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি • পরিবর্তনশীলতার নীতি • বৈচিত্র্যের নীতি • বহুমুখিতার নীতি • জীবনমুখিতার নীতি • সময়সূচির নীতি • শিখনের প্রয়োজনীয়তার নীতি • শিখনের বৃত্তিমুখী নীতি

A. বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নীতি (Content Related Principles)

1. **উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতার নীতি:** পাঠক্রমের জন্য অভিজ্ঞতা নির্বাচনের সময় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির দিকে নজর রাখতে হবে।
2. **শিশুকেন্দ্রিকতার নীতি:** শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন—শিশুর পরিণমনের স্তর, তার আগ্রহ, জৈবিক, মানসিক, সামাজিক চাহিদা ইত্যাদি বিকাশের সহায়ক পাঠক্রম রচনা করতে হবে।
3. **সমাজকেন্দ্রিকতার নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, সমাজের চাহিদার (অভিযোজন, পরিবর্তন, উৎপাদন বৃদ্ধি) কথা বিবেচনা করে নির্বাচন করতে পারলে তবেই তা জীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে।
4. **সংরক্ষণের নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চালন বজায় থাকে।
5. **সৃজনশীলতার নীতি:** পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে বিকাশের সুযোগদানের নীতিকে মূর্ত করে তোলা প্রয়োজন।
6. **অগ্রমুখীনতার নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যার সহায়তায় শিক্ষার্থীকে চিরপরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ জীবন পরিবেশে অভিযোজনের যোগ্য প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়।

7. **অখণ্ডতার ও অবিভাজ্যতার নীতি:** পাঠক্রম কখনও বিভিন্ন দৃঢ় দেওয়াল দিয়ে বিভক্ত হতে পারে না।

B. বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতি (Principles of Content Arrangememnt)

1. **সমন্বয়ের নীতি:** সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদার সমন্বয়ের নীতির উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচনা করা বাঞ্ছনীয়।
2. **ক্রমবিন্যাসের নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলিকে শিশুর পরিণমন, বিষয়বস্তুর কাঠিন্যমান ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত করতে হবে।

C. ক্রিয়াগত নীতি (Principles of Activity)

1. **কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি:** পাঠক্রম রচনার নীতি হিসেবে মূর্ত কর্মভিত্তিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
2. **পরিবর্তনশীলতার নীতি:** পাঠক্রম কখনোই অনমনীয় হতে পারে না। সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের পরিবর্তন ঘটলে পাঠক্রমের যে পরিবর্তন হবে তা বলাই বাহুল্য।
3. **বৈচিত্র্যের নীতি:** পাঠক্রমে শুধু শিক্ষার্থীর কর্মময় জীবনের প্রস্তুতিই থাকবে না, তার অবসর সময়ের সুস্থ ব্যবহারের নির্দেশও থাকবে।
4. **বহুমুখীনতার নীতি:** বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে পাঠক্রমে।
5. **জীবনমুখীনতার নীতি:** শিক্ষার্থীর জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা নীতিগতভাবে খুবই প্রয়োজন।
6. **বৃত্তিমুখী নীতি:** পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক।
7. **সময়সূচির নীতি:** রুটিনে বিভিন্ন বিষয়বস্তু গুরুত্ব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করাও পাঠক্রম রচনার একটি মূলনীতি।
8. **শিখনের প্রয়োজনীয়তার নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শুধু শিখনযোগ্য হলেই হবে না, তার নির্দিষ্ট উপযোগিতাও থাকতে হবে।

উপসংহার: উপরোক্ত নীতিগুলির পটভূমিতে এটুকু স্পষ্ট যে, সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠক্রম কখনোই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যকে (Individual Difference) স্বীকৃতি দিয়ে পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্নতা আনতেই হবে।

1.5 পাঠক্রম তৈরিতে রাষ্ট্র/সরকারের ভূমিকা (Role of State in Curriculum)

প্রতিটি দেশের এবং জাতির কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে দেশ এবং তার বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিচালনার ব্যাপারে। শিক্ষাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে না। শিক্ষার অন্তর্গত অন্যতম বিষয় পাঠক্রম। এর নির্মাণ, পরিচালনা, সফল রূপায়ণ, বিভিন্ন সময়ে সংশোধনে সরকার এবং রাষ্ট্রের অবশ্যই একটি ভূমিকা থাকবে। দেশের সরকারের রূপটি কী হবে সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয় শিক্ষা নির্দেশদান (Instruction) এবং পাঠক্রম (Curriculum) কী রকম হবে সে বিষয়টি। স্বৈরাচারী শাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে তাই 'Instruction'-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমটির ক্ষেত্রে সরকার 'Teacher-Centred Instruction' (TCI) এর উপর জোর দেন এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে জোর পড়ে 'Learner-Centred Instruction' (LCI) এর উপর। 'পাঠক্রম নির্মাণ' এবং পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সরকারের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকাই স্বাভাবিক।

আমেরিকার Council of Chief State School Officers-এর প্রধান সচিব Edgar Fuller বলছেন— আমেরিকায় ''শিক্ষাগত নাগরিকত্ব হল ত্রিমুখী দায়িত্ব পালন'' (Educational Citizenship is a three-way responsibility)। পাবলিক স্কুলে পাঠক্রম প্রণয়ন, উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

একেবারে স্থানীয় স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠক্রম পরিচালিত ও পরীক্ষিত হয়। শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় তাঁদের কাজ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় পর্ষদ (The Local School Board) শিক্ষকগণের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। সমস্ত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষা সরবরাহ করার আইনি অধিকার হল রাজ্যের। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কতকগুলি কেন্দ্রীয় ও মিলিটারি বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সরাসরি পরিচালনা করে থাকেন।

ত্রিস্তরীয় সরকারের কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী থাকেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রাথমিক ক্ষেত্র হল স্থানীয় অঞ্চল ক্ষেত্রের বিদ্যালয়গুলি যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সরাসরি সংযোগ ঘটে। উচ্চতর রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব হল শিখনকে সর্বার্থসাধক করে গড়ে তোলায় মদত দেওয়া। স্থানীয় এবং রাজ্যস্তরের শিক্ষা পাঠক্রম অবশ্যই শিক্ষার জাতীয় স্বার্থ বা লক্ষ্যের পরিপন্থী হবে না। শিক্ষার পাঠক্রম রচনা, পরিচালনা, উদ্দেশ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কোনো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব না থাকাই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক যুক্তরাজ্যের কাঠামোর সরকার আসীন। এই দেশের সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হতে গেলে শিক্ষারও কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন, শিক্ষার সার্বজনীনতায় পৌঁছোনো, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, আঞ্চলিক বৈষম্য নির্বিশেষে সকলের কাছে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা পৌঁছে দিতে গেলে যে শিক্ষাব্যবস্থা দরকার তার জন্য পাঠক্রম প্রণয়নে জাতীয় সরকারের নির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই থাকবে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে। 1968 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়। 1975 খ্রিস্টাব্দে NCERT প্রথম পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্কের নকশা নির্মাণ করে।

1976 খ্রিস্টাব্দে ভারতে সংবিধান সংশোধন করে যৌথ তালিকাভুক্ত করা হয়। 1986 খ্রিস্টাব্দে প্রথম সমগ্র ভারতের জন্য একই ধরনের জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করা হয়। NPF (1986)-তে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে ভারতের ভৌগোলিক এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে কমন কোর পাঠক্রম, মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকটির সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে আবার জাতীয় পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্ক রচনার দায়িত্ব NCERT-র উপর ন্যস্ত করা হয়। পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্কটিকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

POA 1992-তে জাতীয় শিক্ষানীতির দৃষ্টিকোণকে আরও বিস্তারিত করা হয়েছে এবং জাতীয় পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্ক রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয়তা ও গুণমানের নিশ্চয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের উপায় হিসেবে NPE ও POA প্রতিবেদন দুটি জাতীয় পাঠক্রম নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এর আগে NCERT 1988 খ্রিস্টাব্দে 'National Curriculum Framework for School Education' প্রণয়ন করে। তবে এই ফ্রেমওয়ার্কে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিকাশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে পাঠক্রম বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিদ্যার্থীর উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে বাল্য ও কৈশোরে বিদ্যালয়গুলির শিখন পীড়নের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক যশপাল কমিটির রিপোর্ট—'Learning Without Burden (1993)'-এ এই দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

NCF-2005 এই বোঝা কী করে কমানো যায় এবং সাংবিধানিক লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে নতুন পাঠক্রমের কথা বলে।

ভারতের সংবিধানে শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত। সুতরাং NCF-2005 এর রূপরেখায় NCERT প্রণীত সিলেবাস দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমানভাবে গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা নেই। রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও অন্যান্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে নিজেরা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। নীচে আমরা এর একটি তালিকা সংযোজিত করেছি। তবে আসল কথা হল 'পাঠক্রম প্রণয়ন' এবং 'সিলেবাস রচনা'য় দেশ ও রাজ্যের নির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই থাকা উচিত এবং থাকবে।

Column A States/UTs adopted NCERT's syllabi and text-books for different stages of school education developed as a follow-up of NCF-2005:	Column B States/UTs revised their syllabi in tune with NCF-2005 ideas and NCERT's syllabi are:	Column C States/UTs which follow State Syllabus and are being persued for implementing curriculum reform are:
1. Arunachal Pradesh (I-XII) 2. Assam (XI-XII) 3. Bihar (IX-XII) 4. Chandigarh (IX-XII) 5. Chhattisgarh (XI-XII) 6. Delhi (I-XII) 7. Goa (I-XII) 8. Haryana (VI-XII) 9. Himachal Pradesh (VI-XII) 10. Jammu & Kashmir (I, III, VI and IX) 11. Jharkhand (I-XII) 12. Kerala (XI-XII) 13. Sikkim (IX-XII) 14. Uttarakhand (VI-XII) 15. Andaman & Nicobar Islands (IX-X) 16. Rajasthan (XI-XII) 17. Andhra Pradesh (V-VII) 18. Lakshadwip (XI-XII)	1. Punjab 2. Mizoram 3. Manipur 4. Uttar Pradesh 5. Madhya Pradesh 6. Meghalaya 7. Orissa	1. Gujarat 2. Maharashtra 3. West Bengal 4. Tripura 5. Daman and Diu 6. Pudducherry 7. Dadra and Nagar Haveli 8. Karnataka 9. Nagaland 10. Tamil Nadu

1.6 পাঠক্রমে সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতি (Constitutional Values and National Culture in Curriculum)

1.6.1 সাংবিধানিক মূল্যবোধ (Constitutional Values)

ভারতের সংবিধান তার প্রস্তাবনা (Preamble)-য় কতকগুলি মূল্যবোধ অর্জনের অঙ্গীকার করেছে সেগুলি হল—সার্বভৌমত্ব, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ব্যক্তিমর্যাদা, জাতির ঐক্য ও সংহতি ইত্যাদি।

প্রতিটি দেশেরই নির্দিষ্ট দর্শন সহ নিজস্ব সংবিধান আছে যা জনগণের আদর্শ, মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তভাবে ব্যক্ত করে। সেজন্য এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় নথিতে শিক্ষার একটি যোগ্য স্থান থাকবে এবং শিক্ষার উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান পাঠক্রমে এই মূল্যবোধগুলি উপযুক্ত স্থান করে নেবে।

National Policy of Education 1986 মন্তব্য করল—

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতীয় পাঠক্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় থাকবে এবং সঙ্গে থাকবে নমনীয় পরিবর্তনশীল কতকগুলি বিষয়। কমন কোর-এর মধ্যে থাকবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, জাতীয় পরিচিতি রক্ষণ ও লালনপালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়।

পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়সমূহে (Subject and areas)-র মাধ্যমে সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সমানাধিকারবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিঙ্গ সাম্য, পরিবেশ রক্ষণ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, ছোটো পরিবার লালনপালন এবং বিজ্ঞানমনস্কতার মতো ধারণা অর্জন ও প্রসারের ব্যবস্থা থাকবে।

ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধসমূহের সঙ্গে কঠোর সামঞ্জস্য বিধান সাপেক্ষে সমস্ত শিক্ষাকর্মসূচি পরিচালিত হবে। সমগ্র পৃথিবী একই পরিবার এটা মেনে নিয়ে ভারতবর্ষ সবসময় শান্তি ও বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বোঝাপড়ার নিরিখে কাজ করে চলেছে। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষাকে এই বিশ্বজনীন মতবাদকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই বিষয়টি অবহেলা করা চলবে না।

সমসুযোগের নীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে সকলের জন্য সমসুযোগ (শুধু প্রবেশের ক্ষেত্রে নয়, সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও) নিশ্চিত করে তুলতে হবে। এতদ্ব্যতীত কোর পাঠক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সাম্যের মনোভাব সম্পর্কে সচেতনতার জাগরণ ঘটাতে হবে। উদ্দেশ্য হল সামাজিক পরিবেশ এবং জন্মজনিত দুর্ঘটনার কারণে সৃষ্ট কুসংস্কার এবং জটিলতা দূর করা।

> The National System of Education will be based on a national curricular framework, which contains a common core along with other components that are flexible. The common core will include the history of India's freedom movement, the constitutional obligations and other content essential to nurture national identity. These elements will cut across subject areas and will be designed to promote values such as India's common cultural heritage, egalitarianism, democracy and secularism, equality of sexes, protection of environment, removal of social barriers, observance of small family norm and inculcation of scientific temper. All educational programmes will be carried on in strict conformity with secular values. India has always worked for peace and understanding between nations, treating the whole world as one family. True to this hoary tradition, education has to strengthen this world-view and motivate the younger generations for international cooperation and peaceful co-existence. This aspect cannot be neglected. To promote equality, it will be necessary to provide for equal opportunity for all, not only in access but also in the conditions of success. Besides, awareness of the inherent equality of all will be created through the core curriculum. The purpose is to remove prejudices and complexes transmitted through the social environment and the accident of birth.
>
> ***National Policy on Education, 1986***

আমাদের দেশে শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষায় প্রবেশ এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক অন্যক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার অবহেলিত ছিল। সংবিধানে সাম্যের কথা বলে এ ব্যাপারটিতে নজর দেওয়া হয়েছে।

সমতাবিধানের জন্য শিক্ষা অনুযায়ী সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষার অধিকার দাবি করতেই পারে এবং সমাজে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারে। এই শিক্ষা প্রান্তিক নাগরিক এবং মহিলাদেরও নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।

জাতি হিসেবে ভারতবর্ষ 'শক্তিশালী গণতন্ত্র' মেনে চলে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952) 'গণতন্ত্রের ভিশন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"Citizenship in a democracy involves many intellectual, social and moral qualities." এই গুণগুলি কী?

একজন গণতান্ত্রিক নাগরিক মিথ্যাসমূহ থেকে সত্যকে খুঁজে বার করতে পারে, নিছক প্রচার থেকে আসল ঘটনাকে আলাদা করতে পারে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে, প্রগতি ও ন্যায়ের পথে বাধাগুলিকে দূর করতে পারে।

আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে একটি পরিচালন ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে যদি 'জীবনে চলার পথ' (A way of life) হিসেবে দেখতে চাই তবে সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধগুলি আমাদের শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। National Curriculum Frame work (2005) প্রণেতাগণ এই রকমই দাবি করেছেন।

- ভারতের সংবিধান সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমসুযোগের নিশ্চয়তা দান করে। শিক্ষার সাধারণ প্রবাহ থেকে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্রম বিচ্ছিন্নতা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থায় বৈষম্য শিক্ষায় সমসুযোগদানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। শিক্ষাকে সেজন্য সমান পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করতে হবে, শিক্ষাকে সাম্যবাদী করে তুলতে হবে। পাঠক্রম পুনর্গঠনে এই লক্ষ্যকে সামনে রাখতে হবে।
- এটা মনে রাখতে হবে যে, জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যে রকমই হোক না কেন তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।
- চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা (Liberty of thought and action) হল সংবিধানে লিপিবদ্ধ মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম। গণতন্ত্রে এমন নাগরিকের সৃষ্টি করে যে স্বাধীন চিন্তায় কাজ করতে পারে এবং অন্যের এই অধিকারকে সম্মান জানায়।
- সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রতিটি নাগরিককে সাম্য, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতাকে আত্তীকরণ করতে হবে এবং সে কারণে পাঠক্রম পুনর্গঠন করতে হবে।
- ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার অর্থ হল সকল বিশ্বাস ও মতকে এখানে সম্মান দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো একটিকে বেশি করে অহেতুক মর্যাদা দেওয়া চলবে না। আজকের দিনের চাহিদা হল শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করতে শেখানো।

পাঠক্রম সংগঠন, প্রণয়ন, প্রবর্তন এবং কার্যকর করার প্রতিটি পর্যায়ে এই মূল্যবোধগুলির সংস্থাপন অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়।

1.6.2 পাঠক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি (National Culture in Curriculum)

সংস্কৃতি হল মনোবৈজ্ঞানিক কর্ষণ যার ফলে মূল্যবোধ জন্মায় এবং তা মানুষের আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মনকে সংস্কৃত করাই হল সংস্কৃতি। এটি মানসিক সংগঠন জাত সেই মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা মনের মৌলিক, সহজাত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানগুলি বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হয় (Culture is the psychological cultivation of the mind, which yields values that govern human behaviour and human relations. This culture is the culturing or cultivation of human mind. It is that psychological process of mental organization by which the fundamental, innate, inherited elements of the mind are built round the objects and persons)।

বিবেকানন্দের মতে, সংস্কৃতি নিছক জ্ঞানের চেয়ে অনেক গভীর একটি বিষয় (It is culture that withstands shocks, not a simple mass of knowledge)।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতি অসংখ্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ। মানুষের ধর্মবিশ্বাস, চলার পথ এবং সামাজিক সম্পর্কের বোঝাপড়ায় এখানে বিভিন্নতা আছে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থানের এবং উন্নতি করার অধিকার আছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের সমাজের অন্তর্নিহিত সংস্কৃতির এই বহুত্ববাদকে মূল্য দিতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং জাতীয় সত্তাকে শক্তিশালী করতে আমাদের দেশের পাঠক্রম তরুণ সমাজকে পরিবর্তিত নতুন সমাজ গঠনের প্রেক্ষিতে অতীতকে পুনর্মূল্যায়ন এবং নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রণোদিত করবে।

মানবিক বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আমাদের সম্মান দিতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটা কেবলমাত্র নিছক সহনশীলতা নয়।

নিজ অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা সৃজন এবং সংবিধানে লিখিত নীতিগুলির প্রতি দায়বদ্ধতাই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বহমান করে নিয়ে যেতে পারে। কোনো দেশেই তার সমগ্র ঐতিহ্য-সংস্কৃতি (Culture)-কে পাঠক্রমের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে সংস্কৃতির একটি সমন্বিত সংকলন পাঠক্রমে প্রতিনিধিত্ব করবে। তা অবশ্যই ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিফলিত করবে। ভারতের গ্রাম-শহরের বৈচিত্র্য, তার ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং জাতি ও শ্রেণিভিত্তিক কাঠামোর জন্য অঞ্চল ভিত্তিতে সংস্কৃতির নির্বাচন ভিন্নধর্মী হতে পারে। পাঠক্রমে রক্ষণশীল ও আধুনিক সমাজের মধ্যেকার ব্যবধানকে সমন্বিত করার চেষ্টা করবে।

বৌদ্ধিক বিষয় অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে পরিবার, সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলার স্বার্থে স্বাস্থ্যশিক্ষা, খেলাধুলা, শারীরশিক্ষা অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-2

'পাঠক্রম'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? (What is the etymological meaning of curriculum ?)

Ans. ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) অনুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইংরেজি Curriculum শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'কুরিয়র' (Currere) থেকে যার অর্থ হল 'দৌড়' (Run of Race)। ইংরেজি কারিকুলাম (Curriculum) শব্দটির তাই অর্থ হল, 'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ' (A course which a person runs to reach a goal)।

লিখিত পাঠক্রমের কতকগুলি ধরন উল্লেখ করুন। (Mention some of the types of written curriculum.)

Ans. লিখিত পাঠক্রমকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(i) বিষয়ভিত্তিক, (ii) কর্মকেন্দ্রিক, (iii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক, (iv) কেন্দ্রীয়, (v) অবিচ্ছিন্ন ও (vi) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

অব্যক্ত পাঠক্রম কী? (What is hidden curriculum ?)

Ans. এই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু লিখিত নয়। আগেই বলা হয়েছে আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা, বাধ্যতা, শিক্ষার প্রতি সদর্থক মনোভাব প্রভৃতি যা কিছু শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে পাঠপরিক্রমায় শিক্ষক/প্রশাসকের আচরণ ধারার মাধ্যমে শেখে তাই এই পাঠক্রমের বিষয়।

বাতিল পাঠক্রম কী? (What is null curriculum ?)

Ans. প্রথাগত পাঠক্রম আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে নির্বাচিত বিষয়সমূহের এক সমন্বিত রূপ। এই নির্বাচন কালে অনেক বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর কাছে এই বার্তা দিই, যে অংশ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল না তা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক নয়। এই অংশটিই বাতিল পাঠক্রম (Null Curriculum) বলে চিহ্নিত।

সহগামী আনুষঙ্গিক পাঠক্রম কাকে বলে? (What is concomitant curriculum ?)

Ans. যা কিছু পরিবার থেকে শিশু শেখে বা যেসব অভিজ্ঞতা পরিবার থেকে প্রাপ্ত বা অনুমোদিত সেগুলি নিয়ে গঠিত হয় এই পাঠক্রম। (এই ধরনের পাঠক্রম ধর্মীয় সংগঠনের থেকে পাওয়া যেতে পারে এই পাঠক্রম মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শের কথা তুলে ধরে এবং পরিবারের অনুমোদিত হতে পারে।

বাগাড়ম্বরযুক্ত পাঠক্রম কাকে বলে? (What is rhetorical curriculum ?)

Ans. এই পাঠক্রম নীতিনির্ধারক, বিদ্যালয় প্রশাসক, রাজনীতিকদের ধারণা উদ্ভূত। ধারণাগঠন (Concept formation) এবং বিষয় নির্ধারণ ও পরিবর্তনে (Content changes)-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা থেকেও এর উদ্ভব হতে পারে। সাম্প্রতিক শিক্ষামূলক প্রকাশিত তথ্য ও জ্ঞান (Publicized works offering updates in pedagogical knowledge) থেকেও এই পাঠক্রম গঠিত হতে পারে।

ব্যবহৃত পাঠক্রম কাকে বলে? (What is curriculum-in-use ?)

Ans. প্রথাগত পাঠক্রম কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারণা ও বিষয়সূচিতে সম্বন্ধ হয়ে সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়। যাইহোক সমস্ত 'প্রথাগত' অন্তর্ভুক্ত বিষয় সবসময় সব বছরে একইভাবে পড়ানো বা চর্চা করা হয় না। ব্যবহৃত